মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

চতুর্থ অধ্যায়: প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। একজন চৈনিক পরিব্রাজক তাকে বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক। *◀ শিখনফল-১*

ক. সেন বংশের শাসকদের কী বলা হয়? ১

খ. কীভাবে মাৎস্যন্যায়-এর অবসান হলো? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক'— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেন বংশের শাসকদের বলা হয় 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'।

খ মাৎস্যন্যায়ের কারণে সৃষ্ট চরম দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তিলাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে তারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে একজনকে রাজা পদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। জনগণও এ মত মেনে নেওয়ার ফলে গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত করা হয়। এভাবে পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মাৎস্যন্যায়ের অবসান হয়।

গ উদ্দীপকে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শশাংকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক শশাংক। ধারণা করা হয় যে, তিনি ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন 'মহাসামন্ত' এবং তাঁর পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। দণ্ডভুক্তি রাজ্য, উড়িষ্যার উৎকল ও বিহারের মগধ রাজ্য পর্যন্ত তিনি রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। ব্যক্তিগত জীবনে শশাংক শৈব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের নানা গল্প লিপিবদ্ধ করেছেন। শৈব ধর্মাবলম্বী শশাংক স্বভাবতই শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর এই পৃষ্ঠপোষকতা বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার কিছুটা রোধ করেছিল। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উদ্দীপকে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একজন চৈনিক পরিব্রাজক তাকে বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেন। পূর্বোক্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে, উদ্দীপকে শশাংকের কথা বলা হয়েছে।

ঘ 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংক প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক'। কারণ তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার মতো ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ হয়।

৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে শশাংক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাংক প্রথম থেকেই তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। গৌড়ে তাঁর অধিকার স্থাপন করে তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন দণ্ডভুক্তি রাজ্য, ওড়িষ্যার উৎকল রাজ্য, কঙ্গোদ রাজ্য এবং মগধ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে তার রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণও তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কনৌজ-থানেশ্বর জোট গঠনের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়লে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। যা তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞার ইঙ্গিতবহ।

উদ্দীপকে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত শশাংক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার মত ক্ষমতা অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংক প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২ অদিতি তার নানুর কাছ থেকে সূর্যপাল নামের প্রাচীনকালের এক রাজার ধর্মীয় উদারতার কথা শুনছিল। রাজা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য বেশ কিছু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সকল ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ দেন। ভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়েও তিনি দান করতে দ্বিধা করেননি। *◀ শিখনফল-২*

ক. খড়্গ বংশের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. 'লক্ষণ সেনের সময় বাংলা সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সূর্য পালের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন রাজার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজার যে ধর্মীয় চেতনা ফুটে উঠেছে তা বর্তমান যুগেও অধিক গ্রহণযোগ্য— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক খড়্গ বংশের রাজধানী ছিল কর্মান্ত বাসক।

খ লক্ষণ সেন নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী হওয়ায় তার দরবারে বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গেরও সমাবেশ হয়েছিল। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তার রাজ দরবার অলঙ্কৃত করতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এ সময় বাংলা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সূর্য পালের কর্মকাণ্ডের সাথে পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের মিল বিদ্যমান।

ধর্মপাল ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে পালবংশের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি একটি বৌদ্ধবিহার বা মঠ নির্মাণ করেন। তার দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে এটি বিক্রমশীল বিহার নামে খ্যাত ছিল। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এছাড়া তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই

তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং সকল ধর্মের লোক যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন।
একইভাবে উদ্দীপকের রাজা সূর্যপালও ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা সূর্যপাল পালবংশীয় রাজা ধর্মপালেরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত রাজার অর্থাৎ রাজা ধর্মপালের ধর্মীয় চেতনা বর্তমান যুগেও অধিক গ্রহণযোগ্য।
রাজা ধর্মপাল ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়েও নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। যা তার পরধর্মের প্রতি উদার মানসিকতার পরিচায়ক। বর্তমানে ও এ ধর্মীয় উদারতা একজন শাসকের অন্যতম গুণাবলি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এছাড়াও একটি রাষ্ট্রে সকল ধর্মের লোক বাস করে থাকে। ফলে শাসককে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখতে হয়। যার মাধ্যমে আইনের শাসন নিশ্চিত হয়। আর রাজা ধর্মপাল সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলেন। অন্যের ধর্মচর্চায় তিনি পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছিলেন। যা বর্তমান যুগেও শান্তিময় রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া বর্তমান অসাম্প্রদায়িক চেতনার যুগেও উদ্দীপকের রাজার অর্থাৎ ধর্মপালের শাসন ব্যবস্থা অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণীয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা ধর্মপালের শাসনব্যবস্থা ন্যায় উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির। তাই বর্তমান যুগে এ চেতনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩ হাবীব সাহেব একজন নামকরা লেখক। রাজনীতি, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এইসব বই লিখতেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল। জীবনের শেষদিকে তিনি 'সমাজের অসংগতি' নামে বইটি অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে তার ছেলে জাফর বইটি সমাপ্ত করেন এবং নিজেও 'দয়ার দান' জীবের প্রতি জীবের কর্তব্য বইগুলো লেখেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. গোপাল কীভাবে সিংহাসনে বসেন? ২
গ. হাবীব সাহেবের চরিত্রের সঙ্গে প্রাচীনকালের কোন শাসকের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জাফর পিতার অসমাপ্ত বই সমাপ্ত করলেও পিতার ধর্মের প্রতি তিনি খুব একটা অনুরাগী ছিলেন না'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

খ দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তিলাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে তারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণও এ মত সানন্দে গ্রহণ করেন। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি রাজা নির্বাচিত হলেন।

গ উদ্দীপকে হাবীব সাহেবের চরিত্রের সঙ্গে প্রাচীনকালের সেন শাসক বল্লাল সেনের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।
বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেন শাসনকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি "অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কের" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থদ্বয় তাঁর আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের হাবীব সাহেবের চরিত্রে বল্লাল সেনের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে জাফর অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন পিতার অসমাপ্ত বই সমাপ্ত করলেও পিতার ধর্মের প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন না —উক্তিটি যথার্থ।
তিনি ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রাগ-জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া যায়। তাঁর রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তবে লক্ষ্মণ সেন পিতা ও পিতামহের শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন বলে মনে করা হয়। পিতা ও পিতামহের 'পরম মহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তাই বলা যায় যে, পিতার ন্যায় লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তবে তিনি বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ তানিয়া ও হাফসা প্রাচীন বাংলার এক নরপতি নিয়ে কথা বলছিল। তানিয়া হাফসাকে জানায়, এই নরপতি ছিলেন বাংলার ইতিহাসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি। হাফসা তানিয়ার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে উক্ত নরপতির নেতৃত্বে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত হবার মতো ক্ষমতা ও বল সঞ্চার করতে সক্ষম হন। *◀ শিখনফল-১*

ক. মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১
খ. বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার প্রসারে দেবপালের ভূমিকা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে তানিয়া কোন নরপতির কথা বলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাফসার মতামতটি কি যথার্থ বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

খ বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার প্রসারে দেবপাল ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তার শাসনামলে উত্তর ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজিব হয়ে ওঠে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রাজা শশাংক সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর।

ঘ রাজা শশাংকের উত্তর ভারত অভিযানটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ৫ সৌমেনের বাড়ি রূপালি মৎস্যখ্যাত সাতক্ষীরা জেলায়। বন্ধু রজত তার বাড়িতে বেড়াতে গেলে সৌমেন তাকে বিভিন্ন চিংড়ি মাছের খামার ঘুরে দেখায়। সৌমেনের সাথে আলাপকালে রজত জানতে পারে একশ্রেণির ভূমিখোর রাঘব বোয়াল ও সন্ত্রাসীরা হৃতসর্বস্ব মানুষের জমি-জমা চাপের মুখে গ্রাস করে চিংড়ি খামার গড়ে তুলেছে। বিষয়টি রজতকে খুব পীড়া দেয়। *◀ শিখনফল-২*

ক. কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন? ১

খ. ধর্মপালের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভূমিখোর রাঘব বোয়াল ও সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরবর্তীতে কীভাবে এ অরাজকতার অবসান ঘটে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দিব্যোক বা দিব্য।

খ রাজা হিসেবে সকল ধর্মাবলম্বী প্রজার প্রতি ধর্মপালের সমান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতিধর্মের লোক যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ মাৎস্যন্যায়ের অবসান এবং গোপালের উত্থানের ঘটনা বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ মিলি টিভিতে একটি রূপকথার গল্পে দেখল রাক্ষসী রানী রাজাকে হত্যা করে। নিজে ক্ষমতা দখল করে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ সময় একজন বাইরের লোক এসে ঐ রাক্ষসীকে মেরে নিজে রাজা হন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. শশাংক কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. শশাংকের সংঘর্ষ হয়েছিল কোন রাজাদের সঙ্গে? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কাহিনিটি প্রাচীন বাংলার কোন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজবংশের রাজারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ৭ রাজা ১ম জুলিয়ান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণে মনোযোগ দেন। তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান। তার সামরিক বাহিনী তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন প্রধান ছিলেন। স্থলবাহিনী ছাড়াও রাজার একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ছিল। এছাড়াও রাষ্ট্রে অশ্বারোহী, হস্তি ও উষ্ট্র বাহিনী ছিল। *◀ শিখনফল-২*

ক. কোন কোন অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. 'দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ছিল চন্দ্রবংশ'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাজা প্রথম জুলিয়ানের সামরিক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাচীন বাংলার পাল রাজবংশের সামরিক কর্মকাণ্ডের মূল সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বংশের শাসন পদ্ধতি পরবর্তী শাসনামলে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে— উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. কোনটির এক অংশ জুড়ে বরেন্দ্রের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়?
ক পুন্ড্রের খ তাম্রলিপ্তের
গ হরিকেলের ঘ বঙ্গের

২. উত্তর—পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসন শেষ হয় কত শতকে?
ক চতুর্থ খ পঞ্চম
গ ষষ্ঠ ঘ সপ্তম

৩. রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন অধিপতি হন-
i. কনৌজের
ii. বালেশ্বরের
iii. থানেশ্বরের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের শাসনকাল ছিল কোনটি?
ক ৫২৪ — ৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ
খ ৫২৫ — ৬০০ খ্রিস্টাব্দ
গ ৫২৬ — ৬০১ খ্রিস্টাব্দ
ঘ ৫২৭ — ৬০২ খ্রিস্টাব্দ

৫. স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে উত্তর বাংলার শক্তিমান রাজা কে ছিলেন?
ক অশোক খ ত্রৈলোক্যচন্দ্র
গ শশাংক ঘ নারায়ণ চন্দ্র

৬. শশাংকের সময়কালে থানেশ্বরের রাজা কে ছিলেন?
ক প্রভাকরবর্ধন খ গ্রহবর্মণ
গ সমুদ্রগুপ্ত ঘ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

৭. হর্ষবর্ধনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন কে?
ক শশাংক খ দেবগুপ্ত
গ রাজ্যবর্ধন ঘ ভাস্করবর্মা

৮. পাল যুগের সামরিক বিভাগের প্রধান হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক সেনাপতি খ মহাসেনাপতি
গ মহাবীর ঘ মহারক্ষক

৯. 'শত্রু ধ্বংসকারী' হিসেবে কে পরিচিত ছিলেন?
ক গোপাল খ গোপালের পিতা
গ ধর্মপাল ঘ গোপালের পিতামহ

১০. 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' কত শতকের শেষ দিকে শুরু হয়?
ক ষষ্ঠ খ সপ্তম
গ অষ্টম ঘ নবম

১১. সোমপুর বিহার কে নির্মাণ করেন?
ক গোপাল খ ধর্মপাল
গ দেবপাল ঘ মহীপাল

১২. 'রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্যশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই'— এ কথাটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক রামপালের খ মহীপালের
গ দেবপালের ঘ ধর্মপালের

১৩. পাল বংশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন কে?
ক রাজ্যপাল খ দ্বিতীয় গোপাল
গ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ঘ মহীপাল

১৪. তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর কে ক্ষমতা লাভ করেন?
ক দ্বিতীয় গোপাল
খ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
গ দ্বিতীয় ধর্মপাল
ঘ দ্বিতীয় মহীপাল

১৫. উৎস ছাড়া ইতিহাস রচিত হয় না, তেমনিভাবে রামপালের জীবনী জানার জন্য কোন উৎসটি আবশ্যক?
ক অর্থশাস্ত্র খ রামচরিত
গ গীতগবিন্দ ঘ গীতিচরিত

১৬. দেবপাল অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—
i. ধর্মের প্রতি
ii. বিদ্যার প্রতি
iii. বিদ্যানের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাজিতপুর পৌরসভার মেয়র শপথ গ্রহণ করে জনকল্যাণকর কাজের দিকে মনোযোগ দেন। এলাকায় তিনি বেশ কয়েকটি কুপ নির্মাণ করে উক্ত এলাকার পানির অভাব দূর করেন।

১৭. কোন পাল রাজার জ্ঞানের সাথে পৌর মেয়রের জনকল্যাণকর জ্ঞানের তুলনা করা যায়?
ক গোপাল খ দেবপাল
গ প্রথম মহীপাল ঘ ন্যায় পাল

১৮. উক্ত রাজার শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?
ক পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
খ জনহিতকর কার্য
গ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
ঘ রাজ্য বিস্তার

১৯. অষ্টম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় কোন বংশ একটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করে?
ক খড়গ বংশ খ দেববংশ
গ চন্দ্রবংশ ঘ বর্ম বংশ

২০. রোহিতগিরির ভূ-স্বামী কে ছিলেন?
ক পূর্ণচন্দ্র খ সমুদ্রচন্দ্র
গ সুবর্ণচন্দ্র ঘ ত্রৈলোক্যচন্দ্র

২১. কান্তিদেবের গড়া রাজ্যটি ধ্বংস হয় কাদের হাতে?
ক দেব বংশের হাতে
খ চন্দ্র বংশের হাতে
গ খড়গ বংশের হাতে
ঘ বর্ম বংশের হাতে

২২. হরি বর্মা রাজ্যবিস্তার করেছিলেন— (অনুধাবন)
i. নাগাভূমিতে
ii. কামরূপে
iii. আসামে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. রাজা লক্ষণ সেনের ২য় রাজধানী ছিল—
ক গৌড় খ বিহার
গ কর্ণসুবর্ণ ঘ নদিয়া

২৪. বৈবাহিক সূত্রে বিজয় সেন কোন রাজ্য লাভ করেন?
ক বিহার খ মগধ
গ মালব ঘ রাঢ়

২৫. বিজয় সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
ক জৈন খ শৈব
গ বৌদ্ধ ঘ হিন্দু

২৬. বল্লাল সেনের সময়ে কোন ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে?
ক জৈন খ ব্রাহ্মণ্য
গ শৈব ঘ বৌদ্ধ

২৭. লক্ষণ সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
ক শৈব খ জৈন
গ বৈষ্ণব ঘ বৌদ্ধ

২৮. লক্ষণ সেনের সময়ে কবিরা যেসব কাব্য রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন—
i. আর্যসপ্তদশী
ii. গীতগোবিন্দ
iii. পবনদূত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে দুর্যোগ নেমে আসে। রাজা হওয়ার আশায় ভূস্বামীরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সবল শাসকরা দুর্বল শাসকদের রাজ্যগুলো গ্রাস করতে থাকে।

২৯. উদ্দীপকের রাজা রামকান্তের সাথে নিচের কার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক জাতবর্মার খ শশাঙ্কের
গ হর্ষবর্ধনের ঘ সমুদ্রগুপ্তের

৩০. উক্ত সময়ে বাংলার রাজ্য দুর্যোগপূর্ণ হওয়ার যথার্থ কারণ হলো—
i. আধিপত্য বিস্তার
ii. সাম্রাজ্যের দুর্বলতা
iii. যোগ্য শাসকের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ রাজা ১ম জুলিয়ান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণে মনোযোগ দেন। তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান। তার সামরিক বাহিনী তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন প্রধান ছিলেন। স্থলবাহিনী ছাড়াও রাজার একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ছিল। এছাড়াও রাষ্ট্রে অশ্বারোহী, হস্তি ও উষ্ট্র বাহিনী ছিল।

ক. কোন কোন অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১
খ. 'দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ছিল চন্দ্রবংশ'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজা প্রথম জুলিয়ানের সামরিক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাচীন বাংলার পাল রাজবংশের সামরিক কর্মকাণ্ডের মূল সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বংশের শাসন পদ্ধতি পরবর্তী শাসনামলে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে— উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

২.▶

পাল বংশ	সেন বংশ
ধর্মপাল	হেমন্ত সেন
↓	↓
গোপাল	বল্লাল সেন
↓	↓
প্রথম মহীপাল	সামন্ত সেন
↓	↓
দেবপাল	বিজয় সেন

ক. সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. পাল রাজত্বের পতনের একটি কারণ বর্ণনা কর। ২
গ. উপরের ছকের দুটি রাজবংশের ক্রমধারার মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা কীভাবে সংশোধন করা যায়? ৩
ঘ. উপরের ছকে উল্লিখিত পাল রাজাদের মধ্যে কাকে তুমি অধিকতর সফল বলে মনে কর? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩.▶ রফিক টিভিতে একটি মুভি দেখছে। সেখানে সে দেখেছে যে, প্রাচীনকালে একজন রাজার মৃত্যুর পর কোনো যোগ্য উত্তরসূরি ছিল না। ফলে তার সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং আশপাশের রাজ্যের রাজারা দেশটিতে আক্রমণ করেন। ফলে বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ক. ধর্মপাল কোন ধর্মের লোক ছিল? ১
খ. কৈবর্ত বিদ্রোহের পরিচয় দাও। ২
গ. রফিকের দেখা মুভিটি প্রাচীন বাংলায় কোন রাজবংশের কোন সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, এ সময়ে বেশ কিছু স্বাধীন রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৪.▶ মাধব কুমার রায় ছিলেন পিতার মতো সুপণ্ডিত। অধিক বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'রামাবতি' সমাপ্ত করেন। তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। তার সময়ে অনেক কবির কাব্য প্রকাশিত হয়।

ক. কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? ১
খ. স্বাধীন বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে কী জান? লেখ। ২
গ. রাজা মাধব কুমার রায়ের শিক্ষা বিষয়ক মানসিকতার সঙ্গে প্রাচীন যুগের কোন সেন রাজার মানসিকতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রাজার সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড ছাড়াও আরও অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে— মতামত দাও। ৪

৫.▶ এক সময় 'ক' নামক এক ব্যক্তি তার দেশ থেকে দূরবর্তী একটি দেশ আক্রমণ করেন। 'ক' এ দেশটি ত্যাগের মাত্র দুবছর পর ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এক সম্রাট দেশটির বিশাল অঞ্চলের ওপর স্বীয় বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। দেশটির উত্তরাঞ্চলে উক্ত বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ উত্তরাঞ্চলটি উক্ত বংশের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল।

ক. আলেকজান্ডার কোন দেশীয় বীর ছিলেন? ১
খ. গুপ্ত পরবর্তী বাংলার বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে প্রাচীন বাংলার যে শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত শাসনব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস জানা সম্ভব? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬.▶ ইমরান সাহেব একজন নামকরা লেখক। রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তিনি বই লিখতেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি 'সমাজের অসংগতি' নামে বইটি অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে তার ছেলে জামিল বইটি সমাপ্ত করেন এবং নিজেও 'দয়ার দান', 'জীবের প্রতি জীবের কর্তব্য' বইগুলো লিখেন।

ক. শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. গোপাল কীভাবে সিংহাসনে বসেন? ২
গ. ইমরান সাহেবের চরিত্রের সঙ্গে প্রাচীনকালের কোন শাসকের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জামিল পিতার অসমাপ্ত বই সমাপ্ত করলেও পিতার ধর্মের প্রতি খুব একটা অনুরাগী ছিলেন না'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ সলিম উদ্দিন যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে এবং নিজেদের দীঘিতে রুই, কাতলা ও মৃগেল চাষ করেন। তার ভাই রহমান একই সাথে শৈল, বোয়াল ও থাই মাগুর চাষ করতে চাইলে সলিম উদ্দিন বলে এরা রাক্ষসে মাছ। এসব মাছ চাষ করলে শক্তির দাপটে এরা অন্য মাছ খেয়ে ফেলবে।

ক. লামা তারনাথ কোন দেশের ঐতিহাসিক? ১
খ. সেনদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হয় কেন? ২
গ. প্রাচীন বাংলার কোন ঘটনার শিক্ষা নিয়ে সলিম উদ্দিন রাক্ষুসে মাছ চাষে অস্বীকৃতি জানায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে তখনকার মানুষ কী ভূমিকা রেখেছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বলেন, রাজ্যের দুঃখ-দুর্দশা, অরাজকতা দূর করার জন্য পুরোহিতবর্গ এই মর্মে প্রস্তাব করলেন যে, সকলে সিদ্ধান্ত নিয়ে একজনকে রাজা নির্বাচন করা হোক। সকলে এ প্রস্তাবে মহাখুশি। অতঃপর নেপালকে রাজা মনোনীত করা হল। নেপালের মৃত্যুর পর সুজয় সিংহাসনে বসেন। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত একটি স্থাপত্য কর্ম জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

ক. মহাসামন্ত কী? ১
খ. ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা নির্বাচনকালীন অবস্থা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অবস্থাকে ইঙ্গিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা সুজয়-এর স্থাপত্য কর্মটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন স্থাপত্য কর্মের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯.▶ রোহান তার নানুর কাছ থেকে সূর্যপাল নামের প্রাচীন কালের এক রাজার ধর্মীয় উদারতার কথা শুনেছিল। রাজা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য বেশ কিছু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সকল ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দেন।

ক. গৌড় রাজ্যের অবস্থান কোথায় ছিল? ১
খ. "লক্ষণ সেনের সময় বাংলা সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সূর্যপালের কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন রাজার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? নিরূপণ কর। ৩
ঘ. উক্ত রাজার মধ্যে যে ধর্মীয় চেতনার ফুটে উঠেছে তা বর্তমান যুগেও অধিক গ্রহণযোগ্য— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ শিশু আজিজাকে তার মা প্রতিদিন গল্প শুনিয়ে ঘুমপাড়ান। একদিন মা আজিজাকে এক গল্প বললেন, এক দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ অরাজকতার ফলে জনগণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। যাকেই দেশের রাজা বানানো হয় তাকেই এক রাক্ষসী মেরে ফেলে। প্রতি রাতেই একজন নির্বাচিত রাজা নিহত হন। একদিন রাতে ঐ রাক্ষসীকে লাঠির আঘাতে এক ছেলে মেরে ফেলে। পরবর্তীতে সে এ দেশের স্থায়ীভাবে রাজা নির্বাচিত হয়েছিল।

ক. ভুক্তিপতিকে কী বলা হতো? ১
খ. শশাংকের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের আজিজার মায়ের গল্পের সাথে মিল রয়েছে তোমার পাঠ্যবইয়ের এরূপ ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সাহসী ছেলের রাজত্বের রাজাই ধর্মপাল'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.▶ আমিন গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আমিন চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। দীর্ঘ পাঁচ বছর এ অবস্থায় কাটার পর কোম্পানির প্রবীণ পরিচালকদের পরামর্শে জনাব আজিজ নামের এক ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করা হয়। আমিন গ্রুপের সকল সদস্য তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন জানান।

ক. ত্রিশক্তির প্রথম যুদ্ধে কে জয়ী হয়? ১
খ. বাংলায় সেন শাসনের অবসানের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রাচীন বাংলার কোন পাল রাজার নির্বাচন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে জনাব আজিজকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর প্রাচীন বাংলার ঐ পাল রাজার নির্বাচন করার পদ্ধতি সঠিক ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ